পুরুষার্থ

পুরুষার্থ বলিতে কাম্য বস্তু বা অভীষ্ট বস্তু বুঝায়—পুরুষের (জীবের) অর্থ (প্রয়োজন—কাম্যবস্তু)। জগতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোক আছে ; তাহাদের রুচি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন। তাই তাহাদের অভীষ্টও হয় ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য সাধারণভাবে সুখই সকলের অভীষ্ট বস্তু ; কিন্তু রুচির বিভিন্নতাবশতঃ সুখ সম্বন্ধেও সকলের ধারণা এক রকম নয়। মিষ্ট জিনিস অনেকেই ভালবাসে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ গুড়ের মিষ্ট, কেহ চিনির, কেহ বা মিশ্রীর মিষ্ট ভালবাসে।

আমরা মায়াবদ্ধ ; তাহার ফলে দেহেতে আমাদের আবেশ এবং দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখকেই আমরা আমাদের সুখ বলিয়া মনে করি।

কেহ চাহেন কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগ—আহার, নিদ্রা, উপস্থের তৃপ্তি। পশুদের এই অবস্থা। মানুষের মধ্যেও পশুপ্রকৃতির লোক আছেন ; শিশ্নোদর-পরায়ণতা ছাড়া তাঁহারা সাধারণতঃ অন্য কিছু জানেন না। শিশ্নোদরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উপায় সম্বন্ধেও তাঁহারা বিশেষ সতর্ক নহেন—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক দিক্ দিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সমর্থনযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ অনুসন্ধান নাই। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল স্থূল ইন্দ্রিয়ের সুখ—যেন তেন প্রকারেণ। এই শ্রেণীর লোকের পুরুষার্থকে বলা হয় **কাম**।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগ চাহেন বটে ; কিন্তু কেবলমাত্র স্থূলভোগ চাহেন না ; স্থূলভোগের স্থলেও তাঁহারা ভোগের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনাশীল। দেহের, মনের এবং সমাজের স্বাস্থ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আছে। তাঁহাদের ভোগ-চেষ্টা একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাই তাঁহাদের নৈতিক জীবনেরও অধঃপতন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ; কখনও পদস্খলন হইলেও তাঁহারা অনুতপ্ত হন এবং আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা সংযম হারাইতে চাহেন না। আর লোকের নিকটে মান-সম্মান, প্রসার-প্রতিপত্তিও তাঁহারা চাহেন ; তাই তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। জনহিতকর কার্য্যেও যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য অর্থের প্রয়োজন। আর, সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উল্লিখিতরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই একতম প্রধান লক্ষ্য (বা অর্থ) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলা যায়—**অর্থ**।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—যাঁহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ ভোগও চাহেন এবং আরও কিছু চাহেন। উল্লিখিত ভোগসকল হইল কেবল ইহকালের ভোগ ; কেবল ইহকালের ভোগেই তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। মৃত্যুর পরেও, পরকালেও স্বর্গাদি-সুখভোগ তাঁহারা কামনা করেন। পরকালের সুখভোগের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। তাঁহারা মনে করেন, এবং শাস্ত্রও বলেন—ধর্ম্মের (স্বধর্ম্মের) অনুষ্ঠানেই ইহকালের এবং পরকালের সুখভোগ মিলিতে পারে। তাই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই হয় তাঁহাদের লক্ষ্য। ইহাঁদের পুরুষার্থকে বলা যায় **ধর্ম্ম**।

এস্থলে যে তিনটী পুরুষার্থের কথা বলা হইল, তাহারা হইল জীবের চিরন্তনী সুখবাসনারই তিনটী রূপ। এই তিন রকমের পুরুষার্থের পর্য্যবসানই হইল দেহের সুখে বা ইন্দ্রিয়ের সুখে। স্বর্গসুখও দেহেরই সুখ। কিন্তু স্বর্গসুখভোগের পরে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। গীতা। যে পুণ্যের ফলে স্বর্গলাভ হয়, সেই পুণ্য শেষ হইয়া গেলে আবার এই সংসারে আসিতে হয়।" এই সংসারের সুখও অবিমিশ্র নয়,—দুঃখমিশ্রিত, পরিণাম-দুঃখময় এবং অনিত্য—বড় জোর মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী। তারপর, জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ, নরকভোগের দুঃখ তো আছেই। এসমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যাঁহারা উক্ত তিনটী পুরুষার্থের প্রতি লুব্ধ হন না, এমন এক শ্রেণীর লোকও আছেন ; অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা হয় তো খুবই কম। তাঁহারা মনে করেন—

ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম যখন বাস্তবিক নিরবচ্ছিন্ন সুখ দিতে পারে না, তখন ইহাদের সত্যিকারের পুরুষার্থতাও নাই। তাঁহারা খোঁজেন এমন একটা সুখ, যাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-জনিত সুখের ন্যায় দুঃখসঙ্কুলও নয়, অনিত্যও নয়। তাঁহারা আরও ভাবেন—ধর্ম্ম-অর্থ-কামজনিত সুখ হইল দেহের সুখ। দেহ অনিত্য; তাই এসমস্ত সুখও অনিত্য। যতদিন অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন জীব নিত্য সুখ পাইতে পারে না। অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ-চ্ছেদন কিসে হইতে পারে? মায়ার বন্ধনে আছে বলিয়াই জীবের মায়িক দেহের সহিত সম্বন্ধ। মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীব অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারে, তখন হয় তো নিত্য সুখের সন্ধান মিলিতে পারে।

উল্লিখিত রূপে চিন্তা করিয়া তাঁহারা মায়ার বন্ধন ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা করেন। বন্ধন ঘুচানের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। তাই এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলে **মোক্ষ**।

যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা বলেন—পরকালের স্বর্গাদিসুখ যেমন স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পাওয়া যায়, ইহকালের সুখ—অর্থ এবং কামও স্বধর্ম্মাচরণ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটী-বিচ্যুতিই ইহকালের সুখকে দুঃখমিশ্রিত করে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব বা বিরুদ্ধাচরণই নরকভোগের হেতু। তাই সমাজের প্রতি এবং ব্যক্তিগত সংযম ও চিত্তশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ বলেন—যাঁহারা নিবৃত্তির পন্থায় অগ্রসর হইতে অসমর্থ, তাঁহাদের সকলেরই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত; স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরকালের স্বর্গাদিসুখ লাভ হইতে পারে এবং ইহকালের সুখভোগ (অর্থ ও কাম) লাভও হইতে পারে। স্বধর্ম্মাচরণের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজন; দেহরক্ষার জন্য দেহের ভোগের (কামের) প্রয়োজন। কিন্তু দেহের ভোগে (কামে) উচ্ছৃঙ্খলতা যেন না আসে। ততটুকু ভোগই স্বীকার করিবে, যতটুকু ভোগ দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন। তাহা হইলেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের আনুকূল্য হইতে পারে এবং ক্রমশঃ সংযম ও চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা জন্মিতে পারে। এইভাবে, অর্থ ও কাম হইল ধর্ম্মের অনুগত এবং এই ধর্ম্মানুগত কাম স্থূল-ইন্দ্রিয়ভোগে পর্য্যাপ্তি লাভ না করিয়া অনেকটা দ্বিতীয় পুরুষার্থ-"অর্থেরই" অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে। এইভাবের "কামই" সমাজের এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিক্ দিয়া লোকের সত্যিকারের পুরুষার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে কিছু আনুকূল্য-বিধায়করূপে পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

যাহা হউক, অর্থ ও কামকে ধর্ম্মের অনুগত রাখিলে প্রথমোক্ত তিনটী পুরুষার্থের পর্য্যায় হইবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। এইরূপ পর্য্যায়ই শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত। এই তিনটীকে ত্রিবর্গও বলে।

কিন্তু এই ত্রিবর্গেও সংসার-যাতায়াতের অবসান হয় না। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়প্রীতি, তাহা হইতে আবার ধর্ম্মাদি; পরম্পরাক্রমে এই ভাবেই চলিতে থাকে। "ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং, তস্য কামঃ তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিঃ তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মাদিপরম্পরেতি॥ শ্রীভা, ১।২।৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।" এজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ত্রিবর্গের বাস্তবিক পুরুষার্থতা নাই। উপচারবশতঃই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলা হয়।

যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। "ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ শ্রীভা, ১।২।৯॥" ধর্ম্মার্থকামের দ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিয়া মোক্ষসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই মোক্ষ-কামীর কর্ত্তব্য। "কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ শ্রীভা, ১।২।১০॥" এই মোক্ষলাভ হইলে সংসার-গতাগতি ছুটিয়া যায়, সংসার-দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, নিত্য-চিন্ময়-ব্রহ্মানন্দের অনুভবও হয়। সুতরাং মোক্ষেরই বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

এইরূপে দেখা গেল, পুরুষার্থ চারিটী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইহাদিগকে চতুর্ব্বর্গও বলে। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বারা ত্রিবর্গ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বারা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

কিন্তু নিত্য-চিন্ময় ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও তাহা হইতেও লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রহ্মানন্দ হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে উপলব্ধ আনন্দ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বলিয়া আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতার বৈচিত্রীও নাই। ইহা কেবল আনন্দসত্ত্বামাত্র। ইহাতে নিত্য চিন্ময় সুখ আছে; কিন্তু সুখের বৈচিত্রী নাই, তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। আস্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদনের চমৎকারিত্ব নাই; প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মান আস্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহা আস্বাদন-বাসনার নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করে না। তাই ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম লোভনীয় বস্তু নহে—ইহা অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে।

কি সেই বস্তু, যাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও লোভনীয়? যে বস্তুতে ব্রহ্মত্বের চরমতম বিকাশ, তাহাই সেই পরম-লোভনীয় বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে রসত্ব বিকাশেরও তারতম্য (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রসত্বের বিকাশ যত বেশী, আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তির বিকাশ ন্যূনতম বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রসত্বের বিকাশও ন্যূনতম। আর শক্তির অসমোর্দ্ধ বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে রসত্বের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে লোভনীয়। এজন্যই হরিভক্তিসুধোদয় বলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥" এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের আকর্ষকত্ব এতই বেশী যে, ইহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" কেবল ইহাই নহে। "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে॥ ২।২১।৮৬॥"

এই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রেম—স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম।—"প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ ১।৭।১৩৭॥" এই প্রেমের সহিত রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ শ্রুতি॥"

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, যাঁহারা আত্মারাম (জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মানন্দনিমগ্ন), কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাঁহারাও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০॥" এবং যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্যপর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, এই প্রেমলাভের জন্য সে সমস্ত মুক্তপুরুষদের ভজনের কথাও শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ নৃসিংহতাপনী। ২।৫।১৬। শঙ্করভাষ্য॥" মুক্তপুরুষদের ভগবদ্ভজনের কথা বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥" এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তম্ ওঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্প্রশ্ন্যাং যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তম্ উপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি—মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদ্যুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্॥" এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—কোনও শ্রুতি বলেন, মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য; আবার কোনও শ্রুতি বলেন মুক্তির পরেও

উপাসনা কর্ত্তব্য। এই মতভেদের মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—আপ্রায়ণাৎ—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তত্রাপি—তত্র (মোক্ষে) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থায়ও অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাসনা করিতে হইবে। হি—যেহেতু, দৃষ্টম্—শ্রুতিতে সকল সময়ের উপাসনার কথাই দৃষ্ট হয়। মুক্তাবস্থাতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বলেন—সর্ব্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও, উপাসনা করিবে। শ্রুতি প্রমাণ এই—সর্ব্বদা এনম্ উপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে—সৌপর্ণশ্রুতিঃ। প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধিই বা কোথায়, ফলই বা কি? উত্তর—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও, বস্তুসৌন্দর্য্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্তি ভজনে প্রবর্ত্তিত হন—যেমন পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তু-সৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রীভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত পুরুষও ভগবদ্‌ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ব্র, সূ, ১।৩।২ ॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতেও ঐ কথাই জানা যায়। এই সূত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম মুক্ত সাধুদিগের উপসৃপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৩০ পৃঃ ॥" উক্ত সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও বলা হইয়াছে—"মুক্তানাং পরমা গতিঃ--ব্রহ্ম মুক্তদিগেরও পরম-গতি।" ইহাতেও বুঝা যায়, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য মুক্তপুরুষদিগেরও লালসা জন্মে।

এই পরম-লোভনীয় বস্তুটীর আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ প্রেম হইল—চতুর্থ পুরুষার্থ-মোক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থদ্বারা যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্যবস্তু বলিয়া এই পুরুষার্থটীও হইল **পরম-পুরুষার্থ**। মোক্ষ হইল চতুর্থ পুরুষার্থ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রেম হইল **পঞ্চম-পুরুষার্থ**।